

221329 - কমেটা থরোপনিয়োর কারনে য়ে ব্যক্তির মযানরে রোযা রাখতে পারনে; তার কী করণীয়?

প্রশ্ন

বর্তমানে আমি লভির ক্যান্সারের কারণে কমেটা থরোপনিচ্ছি। এ চিকিৎসাটা হচ্ছে দৈনিক কিছু ট্যাবলেট সবেন, রগরে মধ্যে ইনজেকশন দয়ো। কমেটা থরোপরি প্রক্ষেতি আমার স্বাস্থ্যরে সার্বকি য়ে দুর্বলতা সয়ে কারণে এবং লাগাতরভাবে তরল জনিসি খাওয়ার প্রয়োজন থেকে তত্বাবধায়ক চিকিৎসক আমাকে রোযা না রাখার পরামর্শ দয়িচ্ছেনে। এ চিকিৎসাটা ছয়মাস চলবে। এরপর স্বাস্থ্যরে অবস্থা মূল্যায়ন করা হবে। চিকিৎসাটা কতটুকু কার্যকরী হচ্ছে সটো জানা হবে। হতে পারে চিকিৎসার ময়োদ আরও দুইমাস বাড়তে পারে। কোন উন্নতি দেখো না গলে অন্য কোন পদ্ধতি অবলম্বন করা হতে পারে। যমেন- রডেয়িশেন থরোপি বা সার্জিকাল ইন্টারভেনশন। দয়া করে, য়ে মাসে আমি রোযা রাখতে পারনি এর জন্য আমার উপর কী ওয়াজবি সটো জানাবনে? মসজদি য়েতে না পারায় আমি যদি বাসায় তারাবীর নামায পড়ি তাহলে কি কয়ামুল লাইল এর সওয়াব পাব? শারীরকি দুর্বলতার কারণে কয়ামুল লাইল পালন করতে না পারলে আমি কী করব? পরবর্তী দিনি কি আমি এ নামাযরে কাযা পালন করব?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

এক:

আমরা আল্লাহর কাছে দয়ো করছি তিনি যনে আপনাকে নরিাময় করে দনে, সুস্থ করে দনে।

দুই:

রোগরে কারণে রমযান মাসরে রোযা না রাখতে কোন অসুবিধা নই। এরপর আপনি যদি রোযা রাখতে সক্ষম হন তাহলে এ মাসরে রোযা কাযা পালন করবনে। আর সক্ষম না হলে আপনি প্রতিদিনরে বদলে একজন করে মসকীনকে খাওয়াবনে।

শাইখ উছাইমীন (রহঃ) বলনে:

ইসলাম জিজ্ঞাসা ও জবাব

আল মুনায্জিদ

মহাপরিচালক: শাইখ মুহাম্মদ সালেহ

"অক্ষম ব্যক্তির উপর রোযা ফরয নয়। দলিল হচ্ছে আল্লাহর বাণী: "আর কটে অসুস্থ থাকলে কথিবা সফরে থাকলে সবে অন্য দনিগুলোতে সংখ্যা পূরণ করবে"। [সূরা বাক্বারা, ২:১৮৫]

তবে গবষণার মাধ্যমে এটা পরিস্কার যবে, অক্ষমতা দুই প্রকার: সাময়িকি অক্ষমতা ও স্থায়ী অক্ষমতা। সাময়িকি অক্ষমতা হল: যা দূর হওয়ার আশা রয়েছে। আয়াতে সবে অক্ষমতার কথায় উল্লেখ করা হয়েছে যবে, অক্ষম ব্যক্তির অক্ষমতা দূর হলে সবে রোযাগুলো কাযা করবে। যহেতে আল্লাহ বলছেন: "সবে অন্য দনিগুলোতে সংখ্যা পূরণ করবে"। আর স্থায়ী অক্ষমতা হল যা দূর হওয়ার আশা নহে। এমন ব্যক্তির ওপর প্রতদিনেরে বদলে একজন করে মসিকীন খাওয়ানো ওয়াজবি।" [আল-শারহুল মুমতী (৬/৩২৪-৩২৫) সমাপ্ত]

তনি:

কোন মুসলমি কয়ামুল লাইল (তারাবীর নামায়) মসজদি আদায় করুক কথিবা বাসায় আদায় করুক তার জন্য সওয়াব লখো হবে। যদিও মসজদি আদায় করা উত্তম।

আর যবে ব্যক্তি প্রতবিছর মসজদি গয়ি তা রাবীর নামায় পড়তনে পরবর্তীতে রোগেরে কারণে তনি যদি বাসায় পড়নে তাহলে আল্লাহ তাআলা তার জন্য পরপূরণ সওয়াব লখিে দবিনে; যনে তনি মসজদিইে তারাবী পড়ছেন।

আবু মুসা (রাঃ) থেকে বর্ণতি তনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলছেন: "যদি কোন বান্দা অসুস্থ হয় কথিবা সফরে বরে হয় তাহলে সবে মুকীম বা সুস্থ থাকাবস্থায় যবে আমলগুলো করত অনুরূপ আমল তার জন্য লখো হয়।" [সহি বুখারী (২৯৯৬)]

চার:

রোগ বা ঘুম... ইত্যাদির মত কোন ওজররে কারণে যবে ব্যক্তির রাতরে কোন নামায় ছুটে গেছে সবে ব্যক্তির জন্য এ নামায় দিনেরে বলোয় কাযা পালন করা শরয়িতসম্মত। আয়শো (রাঃ) থেকে বর্ণতি আছে যবে, কোন ব্যথার কারণে বা অন্য কোন কারণে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের রাতরে কোন নামায় যদি ছুটে যতে তাহলে দিনেরে বলোয় তনি বার রাকাত নামায় পড়তনে।" [সহি মুসলমি (৭৪৬)]

ইমাম নববী (রহঃ) বলেন:

"এ হাদসিে নমৈতিতকি আমলগুলো নয়িমতি পালন মুস্তাহাব হওয়া এবং এগুলো ছুটে গেলে কাযা পালন করার পক্ষে দলিল

ইসলাম জিজ্ঞাসা ও জবাব

আল মুনায্জিদ

মহাপরিচালক:শাইখ মুহাম্মদ সালেহ

রয়েছে।"[শারহু সহহি মুসলমি (৬/২৭) থেকে সমাপ্ত]

তাই আপনি রাত্রে বলোয় যে পরমাণ নামায পড়তনে সটোর কাযা করবনে এবং এক রাকাত বশে পড়বনে; যাতে করে বতিরি (বজেডে) না হয়। যহেতে রাত্রে ছাড়া বতিরি নামায নহে।

আল্লাহই সর্বজ্ঞঃ।